ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

13 2002

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে দলীয় প্রতিনিধি

সিন্ডিকেট সভায় ৫ সদস্যের ওয়াকআউট

রা.বি প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য কমিটি গঠনে শিক্ষক প্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে দলীয় প্রতিনিধি রাখার অভিযোগ তুলে গত বুধবার রাতে ৫ জন সিন্ডিকেট সদস্য ৩৭২তম সিন্ডিকেট সভা থেকে ওয়াকআউট করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জুবেরী ভবনের মধ্য লাউঞ্জে এক সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষকরা এ অভিযোগ করেন।

ওয়াকআউটকারী ৫ সদস্য হলেন প্রভোস্ট ক্যাটাগরি থেকে প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, ডিন ক্যাটাগরি থেকে আবদুল খালেক, এসোসিয়েট প্রফেসর ক্যাটাগরি থেকে ড. রফিকুল ইসলাম, এসোসিয়েট প্রফেসর ফায়েক-উজ জামান এবং সিনেট সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য ড. রুস্তম আলী।

সংবাদ সম্মেলনে বয়টককারী শিক্ষকরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ধ্বংসের জন্য দলীয়করণ এবং একপেশে মনোভাব নিয়ে সকল কমিটি গঠন করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অনেক কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি। এমনকি যে বিভাগের শিক্ষক সিন্ডিকেট সদস্য তাকেও সেই বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ কমিটির অনেকটিতে রাখা হয়নি।

তারা জানান, এ বিষয়ে সিন্ডিকেটে বিএনপি ও জামাতপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয় এবং এর একপর্যায়ে ৫ জন সিন্ডিকেট সদস্য ওয়াকআউট করেন।

সিন্ডিকেট সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় উপাচার্যের পরিষদ কক্ষে সিন্ডিকেট সভা শুরু হলে বিএনপিপন্থী সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর আজাহার আলী আগে ফ্লোর নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির জন্য ৯০ জন সদস্যের নাম প্রকাশ করেন। এদের সবাই বিএনপি ও জামাত সমর্থক। তবে সহকারী অধ্যাপক পদে শিক্ষক নিয়োগ কমিটির ক্ষেত্রে আওয়ামীপন্থী ৪ জন শিক্ষককে ২টি ও ২ জনকে একটি কমিটির সদস্য হিসেবে নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু এতে প্রতিবাদ জানান আওয়ামীপন্থী সদস্যরা। তারাও সভায় আলাদা একটি প্যানেল উপস্থাপন করেন। এ সময় সিন্ডিকেট সভাপতি উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী অধ্যাপক আজাহার আলীর প্রস্তাবকৃত কমিটি পাস করতে চাইলে দুপক্ষের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে ৫ জন সিন্ডিকেট সদস্য ওয়াকআউট করলে একপেশেভাবে সকল কমিটি পাস হয়।

এদিকে ওয়াকআউটকারী শিক্ষকরা সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ এনে বলেন, শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৯০টি কমিটির মধ্যে প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে ১৪টিতে কোনো শিক্ষক প্রতিনিধি না রেখে দলীয় ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে। তারা এবার ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে দলীয় প্রতিনিধি

● শেষের পাতার পর

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মোটা অংকের অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংকট তৈরি হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর মোখলেসুর রহমান, ড. রুস্তম উদ্দিন আহমেদ, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. ফায়েকুজ্জামান, অধ্যাপক আবদুল খালেক। এছাড়া শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক নিজামউদ্দিন, অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, ড. মোজাফফর, ড. জেহাদুল করিম এবং সহকারী অধ্যাপক হাসিবুল আলম প্রধান প্রমুখ।